দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 4 MAY 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ফাইলের স্তূপ

নথি স্বাক্ষরে মন্ত্রীর অনীহা কাজকর্মে স্থবিরতা

ইনকিলাব রিপোর্ট

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এখন ফাইলের স্তূপ। অধিকাংশ ফাইলই অনিষ্পন্ন অবস্থায় পড়ে রয়েছে। মন্ত্রী ঠিকমত ফাইল ছাড়ছে না। এমন অভিযোগ ভুক্তভোগীদের। জানা গেছে, ফাইল স্বাক্ষর করার ক্ষেত্রে মন্ত্রীর রয়েছে অনীহা। অজানা আশংকা থেকেই ফাইল স্বাক্ষর করতে চান না মন্ত্রী। এর ফলে মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়েছে। একই সাথে উন্নয়ন ও জনস্বার্থ সম্পর্কিত পৃঃ ১৯ কঃ ২

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ফাইলের স্তূপ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কর্মকাণ্ডেও স্থবিরতা সৃষ্টি হচ্ছে। অনুসন্ধানে জানা গেছে, শুধু মন্ত্রী নন, যথাসময়ে ফাইল নিষ্পত্তির নির্দেশিকা মানছে না শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধিকাংশ কর্মকর্তা। সচিবালয় নির্দেশিকার অনুসরণ করছেন না কর্মকর্তারা। সচিবালয় নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, শাখা পর্যায়ে ফাইল নিষ্পত্তি হবে ৭২ ঘন্টার মধ্যে। আর উপসচিব ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ে ৪৮ ঘন্টায় এবং সচিবসহ তদূর্ধ্ব পর্যায়ে ফাইল নিষ্পত্তি হবে ২৪ ঘন্টায়। কিন্তু মন্ত্রণালয়ে হাতে গোনা কয়েকজন কর্মকর্তা এই নির্দেশিকা মেনে কাজ করছেন। অন্যরা এই নির্দেশিকার তোয়াক্কা করেন না। ফলে অনিষ্পন্ন ফাইলের স্তূপ জমেছে মন্ত্রণালয়ে। ফাইলের খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য প্রতিদিনই ভুক্তভোগীরা ভিড় জমাচ্ছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ও সচিবের মিটিং করে আর দর্শনার্থী সাক্ষাৎ দিয়েই সময় পার হয়ে যাচ্ছে। নীতি-নির্ধারণী সিদ্ধান্ত নেয়ার কাজে তারা সময় দিচ্ছেন না। যে কারণে সময়মতো ফাইলও নিষ্পত্তি হচ্ছে না।

জানা গেছে, মন্ত্রণালয়ে ফাইলজটের অন্যতম কারণ হচ্ছে, যেসব ফাইল উপ-সচিব বা যুগ্ম সচিব পর্যায়ে নিষ্পত্তি করা যায়, তা মন্ত্রী পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। অনেকটা দায়িত্ব এড়াতে এ কাজ করা হচ্ছে। আবার কখনও মন্ত্রী ও সচিবকে খুশী করার জন্য এভাবে ফাইল উপরে পাঠিয়ে সময়ক্ষেপণ করা হচ্ছে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যস্ততার অজুহাতে শাখা প্রধানরা ফাইল উপরে তোলেন না। এভাবে মাসের পর মাস ফাইল শাখা প্রধানের টেবিলে পড়ে থাকে। দীর্ঘদিন ফাইল নিষ্পত্তি না হওয়ায় ভুক্তভোগীদের ছুটে আসতে হয় ঢাকায়। অনেকে বাধ্য হয়ে ফাইল নিষ্পত্তির জন্য 'ফুয়েল' খরচও করে থাকেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এ বিষয়টি 'ওপেন সিক্রেট'। কারণ, 'ফুয়েল' খরচ না করা হলে 'সময় নেই' অজুহাতে ফাইল হিমাগারে পাঠানো হয়। তা না হলে ফাইল বৃত্তাকারে ঘুরতে থাকে মাসের পর মাস। সাধারণ মানুষের পাশাপাশি জনপ্রতিনিধিরাও ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে। সময়মতো ফাইল নিষ্পত্তি না হওয়ায় জনপ্রতিনিধিদের অনেকেই ভিড় করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে। সংশ্লিষ্ট শাখায় গিয়ে ফাইলের বিষয়ে খোঁজ খবর নেন তারা। শাখায় বসে থেকে চাপ দিয়ে ফাইলের নিষ্পত্তি করানো হয়।